ব্রি ধান৬৯

উফশী চাষে দিলে মন
গুনে মানে পাবে ধন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান ৬৯ এর কৌলিক সারি Weed Tolerant Rice. উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিন্সে WuShanYouZhan এবং PI312777 Genotype এর সাথে সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশান (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। গত কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction করে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ এবং ২০১৩ সালে কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌসুমে জাত হিসাবে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে সামান্য খাটো।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯৫-১০০ সে.মি.।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.৯ গ্রাম।
- ধানের দানার রং সোনালী রঙের এবং চাল মাঝারি মোটা ও রং সাদা।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান ৬৯ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর ৫-১০দিন বেশি। কান্ড শক্ত তাই হেলে পড়েনা এবং শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। অন্যান্য উফশী জাতের চেয়ে ২০% সার কম লাগে। এ জাতটি মধ্যম মাত্রার ঠান্ডা সহ্য করতে পারে।

ব্রি ধান৬৯

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৫-১৬০ দিন।

ফলন: হেক্টর প্রতি গড় ফলন৭.৩ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরে ৯ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান৬৯ এ চাষাবাদ পদ্ধতি এবং সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১ অগ্রহায়ণ-৩০ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর)।

২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২৫ সে.মি × ১৫ সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৬.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৩৫	১৩	১৬	১৩	১.৫

৬.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি ৩৫-৪০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব দেখা দিলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব দেখা দিলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান৬৯ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।

৮. **আগাছা দমন:** চারা রোপণের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৯. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** কাইচথোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে AWD পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম।

১০. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১-১৫ বৈশাখ অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd